ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ - একাদশ জাতীয় সংসদ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: পার্লামেন্টওয়াচ কী এবং টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

পার্লামেন্টওয়াচ হচ্ছে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসমূহের ওপর টিআইবির নিয়মিত তথ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিবেদন। সরকার কীভাবে সংসদে তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে এবং সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কী ভূমিকা রাখছেন, তা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য। জাতীয় সংসদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। সংসদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভূমিকাও অপরিসীম। তাই এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে সংসদকে কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সংসদ ব্যবস্থাপনায় টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হচ্ছে, যেখানে এই সংসদের সকল অর্থাৎ, ২৫টি অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কত দূর?

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পযার্লোচনা করা; জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পীকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২৫তম অধিবেশনের (জানুয়ারি ২০১৯ - নভেম্বর ২০২৩) সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কতৃর্ক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯ - নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১ম হতে ২৫তম সংসদ অধিবেশনের প্রায় ৮৬৩ ঘন্টা ৪৬ মিনিটের রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন; অনুলিপি ও নথিপত্র হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার মূল বিষয়সমূহ কি?

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো- * সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি; * রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব; * আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট; * জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম; * সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা; * সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা; * নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন; * টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সার্বিক পর্যবেক্ষণ কি?

প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে যা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। আসনের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের জোটভুক্ত হওয়ার কারণে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য বিরোধী দলকে তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে লক্ষ করা যায়। সংসদ সদস্যদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেয়ে দলীয় ভূমিকা পালনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা গিয়েছে যেখানে সদস্যরা দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে সরকার ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে একপাক্ষিকভাবে দলের প্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনায় অধিক মনোযোগ ছিলেন। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমসমূহে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে। পূর্বের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধু বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গিয়েছে। বরাবরের মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত ছিল এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস করা হয়। সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, দক্ষতার ঘাটতি, প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ, মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে সার্বিকভাবে সংসদীয়

কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন, নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, দেশের জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিটির কার্যক্রমের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রতিবেদন সহজলভ্য না হওয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো না থাকায় কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়নি। সদস্যের আচরণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা, অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি; আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে। এছাড়াও সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ৬: গবেষণা অনুযায়ী সংসদে কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময় কত ছিল এবং এর আর্থিক মুল্য কি পদ্ধতিতে প্রাক্কলন করা হয়?

কোরাম সংকটে মোট ৬৮ ঘন্টা ৩৫ মিনিট ব্যয় হয় যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৭%। কার্যদিবস প্রতি গড় ১৫ মিনিট ব্যয় হয়। ৮৬% কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং ১০০% কার্যদিবসে বিরতির পর নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য পায় ২,৭০,৫৬৮ টাকা। এই হিসেবে কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ১১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫০৫ টাকা।

কোরাম সংকটের সময় সম্পর্কিত তথ্য সংসদ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদের কার্যক্রমের রেকর্ড থেকে স্টপওয়াচের মাধ্যমে গণনা করা হয়। অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় এবং বিরতির পর অধিবেশন শুরুর বিলম্বিত সময় যুক্ত করে মোট কোরাম সংকট হিসাব করা হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য একাদশ সংসদ চলাকালীন অর্থবছরগুলোর জাতীয় সংসদের সংশোধিত বাজেটের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে তা থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রাক্কলনটি সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় ব্যয়ের একটি ধারণা দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে টিআইবি ১৪ দফা সুপারিশ উত্থাপন করেছে। সুপারিশগুলো হল: (১) জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে; (২) জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের সকল সদস্যকে দলীয় অবস্থানের ঊর্ধ্বে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে; (৩) সংসদ অধিবেশনে কার্যক্রমের যথাযথ বিন্যাস নিশ্চিত করতে বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরাসরি আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে ভূমিকা পালন করতে হবে; (৪) সদস্যদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে; (৫) আইনের খসড়ার ওপর আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে সদস্যদের আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে খসড়ার ওপর জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সকল বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে; (৬) বিল ও বাজেটসহ যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সকল মতামত এবং নোটিশ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণ বা খারিজ করতে হবে এবং প্রয়োজনে পুনরায় প্রশ্ন বা অভিমত উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে; (৭) রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা থাকতে হবে; (৮) সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনয়ন স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে; (৯) সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। সংসদীয় কমিটির স্বকীয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি আইন' দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে; (১০) ২০১০ সালে সংসদে বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে যুগপোযোগী করে সংসদে উত্থাপন করে আইনে রূপান্তর করতে হবে; (১১) সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গঠনমূলক বির্তক নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান, হুইপ ও স্পিকারের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে; (১২) সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (১৩) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত উন্নয়ন, লিঙ্গীয় সমতা, নারী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; (১৪) বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংসদের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করতে হবে যেখানে সংসদের চলমান অবস্থার হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি আর্কাইভের তথ্যসমূহ প্রকাশিত থাকবে। বিশেষ করে ওয়েবসাইটে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহের প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, যেমন- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য; সদস্যের পরিচিতির অংশে নির্বাচনের হলফনামায় প্রদত্ত সকল তথ্যের পাশাপাশি সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য; এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য।

প্রশ্ন ৮: পার্লামেন্ট নিয়ে গবেষণা করার অধিকার টিআইবির মতো প্রতিষ্ঠানের আছে কি-না?

জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করছেন তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। জাতীয় সংসদের ওপর গবেষণা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে তা জনগণের কাছে প্রকাশ করা এই অধিকার পূরণে সহায়ক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংসদকে কার্যকর ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ বা বিভিন্ন সামাজিক ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সংসদ রিপোর্ট কার্ড বা সংসদ পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) রয়েছে। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের অধিকার টিআইবির মতো প্রতিষ্ঠান গুলোর রয়েছে।

প্রশ্ন ৯: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নিধারিত তথ্য কর্মকতা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে- মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org